দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

pub. opinion
122
তারিখ 29 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম - 5 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা ও শুভংকরের চার ফাঁকি

অতি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অধিকাংশ সংগত দাবী মেনে নেয়া হয়েছে ও তাদের যথাসাধ্য বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই বক্তব্য রেখেছেন। এর পর থেকে সরকারী প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্রে এ কথা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও দাবী মেনেনেয়া সংক্রান্ত সমগ্র ব্যাপারটিই বিভ্রান্তিকর ও শুভংকরের ফাঁকিতে পূর্ণ। প্রথমেই বলতে হয় সরকারী সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্যে সংশোধিত কিংবা নতুন কোন বেতনক্রম দেয়া হয়নি। সরকার এ রকম দাবীও করেনি। যদিও জাতীয় দৈনিকগুলোর পাতায় শিক্ষকদের সংশোধিত বা বর্ধিত বেতনক্রমের কথা বলা হয়েছে। এমন কি ইনক্রিমেন্টের আকারে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে বলে যে দাবী করা হচ্ছে তাও বাস্তবে সত্যি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারদের জন্যে অনেকগুলো ইনক্রিমেণ্ট দেয়ার কথা আসলে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যেই বলা হচ্ছে। কেননা, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু বেতনক্রমে একজন লেকচারারের বেতন প্রারম্ভিক ১৮৫০ টাকা। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একজন লেকচারারের যদি মাধ্যমিক থেকে মাষ্টার্স পর্যন্ত ৪টি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী থাকে তাহলে তাঁকে যোগদানের সময় আরো দু'টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেয়া হয়। যদি কোন প্রার্থীর তিনটি বা দু'টি ফার্ষ্ট ক্লাস থাকে তাহলে একটি ইনক্রিমেন্ট দেয়ার বিধান রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সরকারী ঘোষণায় নতুন কিছু বলা হয়নি। হ্যাঁ, ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, কেউ যদি এম, ফিল নিয়ে লেকচারার পদে যোগদান করেন তবে তাঁকে আরো একটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেয়া হবে। পি, এইচ-ডি ডিগ্রী থাকলে দুটো ইনক্রিমেন্ট দেয়া হবে। এটা পূর্বতন নিয়মের সংগে নবতর সংযোজন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে যারা লেকচারার পদে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে সম্ভবত ৯৫% বেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পরেই লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। কৃতী ছাত্রদেরকে এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা সব সময়ই চালু আছে। যাদের এম 'ফিল' বিশেষত পি-এইচডি ডিগ্রী আছে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তারা সরাসরি সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্যে বিবেচিত হন। পিএইচডি ডিগ্রী করে কেউ লেকচারার পদে যোগদান করবে এটা আশা করা সংগত নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে সরকারী ঘোষণায় হরেক রকম ইনক্রিমেন্টের কথা বলা হলেও বাস্তবে লেকচারারদের জন্যে কোন অতিরিক্ত অর্থনৈতিক সুবিধা বয়ে নিয়ে আসেনি। লেকচারারদের কোন বেতন বৃদ্ধি ঘটেনি এটা হচ্ছে শুভংকরের প্রথম ফাঁকি।

উপরন্তু, বর্তমান ঘোষণায় পি-এইচডি ও এম, ফিল ডিগ্রীর জন্যে দেয় ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকরা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগদানের পরেই উচ্চতর ডিগ্রী নেন। কেউ দেশে কেউ বিদেশে দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য পথ অতিক্রম করার পরই পি-এইচ ডি বা এম, ফিল ডিগ্রী পেতে পারেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একজন লেকচারার বা সহকারী অধ্যাপক এম, ফিল করলে দুটো এবং পি-এইচ,ডি'র জন্যে তিনটি ইনক্রিমেন্ট লাভ করেন। এটা অনেক দিনের পুরনো প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু বর্তমান ঘোষণায় কর্মরত শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রীর জন্যে আর্থিক সুবিধা কমিয়ে এম, ফিল ও পি-এইচ ডি ডিগ্রীর জন্যে যথাক্রমে একটি ও দুটি ইনক্রিমেন্টের বিধান রাখা হয়েছে। সরকারের বেতন বৃদ্ধি ঘোষণার এটা দ্বিতীয় শুভংকরের ফাঁকি।

এবারে দেখা যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণতম শিক্ষক প্রফেসর ও এসোসিয়েট প্রফেসরদের জন্য কোন বেতন বৃদ্ধির তথাকথিত প্রস্তাব আছে কিনা। এই দুই স্তরের শিক্ষকদের কোন রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির কথা সরকারও বলেনি। এটা শুভংকরের ৩য় ফাঁকি। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা সম্পূর্ণ অসাড়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর। বাস্তবে বেতন বৃদ্ধি তো ঘটেনি। বরঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার লালনের জন্যে পি-এইচ,ডি বা এম, ফিল ডিগ্রীর জন্যে যে ইনক্রিমেন্ট কর্মরত শিক্ষকরা পেতেন, তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে।

ফলাও করে প্রচারিত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ঘোষণার আপাত সৎ-উদ্দেশ্যের এখানেই শেষ নয়। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সোনালী ফসল হলো বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা ১৯৭৩। আইয়ুব খানের ১৯৬১ সালের কালাকানুন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে ছিলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আন্দোলনের সংগে বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রায়ণ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী একীভূত হয়েছিলো। যার পরিণতিতে আমরা পেয়েছিলাম গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে লোপ পায়। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে অগণতান্ত্রিক শক্তির উদ্ভব বিগত বছরগুলোতে আমরা পরিলক্ষ্য করেছি। সেই অশুভ শক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ক্ষমতাহারা, সুবিধাহারা শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা বানচাল করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছো। এই অশুভ আঁতাতে যোগ দিয়েছেন কয়েকজন প্রাক্তন উপাচার্য যারা কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক বিধিমালা থাকায় পুরনো কায়দায় সামন্ত প্রভুদের মতো প্রতাপে ও স্বেচ্ছাচারী উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারেননি। কাজেই, তাঁরাও চাইতেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ বিশ্ববিদ্যালয় বিধিমালা পরিবর্তন করে পুরনো কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হোক। এটাই কায়েমি স্বার্থবাদীদের ধর্ম। তাই সরকার এবার সুচতুরভাবে নতুন ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয় সামগ্রিক পরিচালনার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিরত খবরদারী করার ব্যবস্থা প্রচলনের প্রস্তাব করেছে। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের লেশমাত্র থাকবে না। এটাই হচ্ছে বর্তমান সরকারী ঘোষণার চতুর্থ ও শেষ শুভংকরের ফাঁকি।

এমতাবস্থায় শুধু শিক্ষক সমাজ নয়, স্বাধীনতা ... গণতান্ত্রিক শক্তি ... মহল বিশেষের ... প্রতিহত করার ... আশার আশু প্র... দিয়েছে।

গোলাম কা...
সহযোগী অধ্যা...
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বি...
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল...